UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৪ November-December 2014

২৭তম বর্ষ, একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যা Volume-XXVII, No. XI & XII

আন্তর্জাতিক সহনশীলতা দিবস ২০১৪

জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী

আমরা এক ক্রমবর্ধমান ও প্রচণ্ড উগ্রপন্থা, আমূল সংস্কারবাদ ও ক্রমবিস্তৃত সংঘাতের যুগে বাস করছি; যেগুলো মানবজীবনের প্রতি মৌলিক উপেক্ষার শামিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যে কোনো সময়ের চেয়ে অধিক সংখ্যক মানুষ আজ যুদ্ধে বাস্তুচ্যুত। বিশ্বজুড়ে অর্থহীন সংঘাতে নিরপরাধ মানুষের প্রাণহানি ঘটছে। এসব সংঘাতের যারা ক্ষুদ্রতম শিকার তারা শৈশববঞ্চিত হয়ে বাধ্যতামূলকভাবে সেনাদলভুক্ত ও অপব্যবহারের কবলে পড়ে অথবা কেবল শিক্ষা থেকে দূরে রাখার জন্য তাদের অপহরণ করা হয়।

গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ সমাজগুলোও কুসংস্কার ও হানাহানি থেকে মুক্ত নয়। স্বদেশে বঞ্চনার শিকার হয়ে যেসব লোক আশ্রয় ও সুযোগের সন্ধানে সীমান্ত অতিক্রম করছে তাদের প্রতি বৈরিতা ও বৈষম্য বেড়ে চলেছে। ঘৃণার মতো অপরাধ ও অন্যান্য ধরনের অসহনশীলতা বহু সম্প্রদায়ের ক্ষতি করছে। অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সুবিধাকামী দায়িত্বজ্ঞানহীন নেতারা এগুলোতে ইন্ধন জোগাচ্ছে।

মানুষকে হয়রানি থেকে রক্ষা এবং জাতীয়তা, ধর্ম, ভাষা, বর্ণ, লিঙ্গ বা

অন্য কোনো স্বাতন্ত্র্য; যা আমাদের অভিন্ন মানবতাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তা নির্বিশেষে সবার জন্য সহনশীলতাকে উৎসাহিত করতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আমি জোরালো আহ্বান জানিয়েছি।

আন্তর্জাতিক সহনশীলতা দিবস স্থায়ী শান্তির জন্য অপরিহার্য সর্বজনীন মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার স্বীকৃতি ও সুরক্ষার লক্ষ্যে কাজ করার উদ্দেশ্যে আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করার একটি সুযোগ।

সংস্কৃতি ও মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা লালনের মাধ্যমে সহনশীলতা জোরদারে জাতিসংঘ অঙ্গীকারবদ্ধ। এই অপরিহার্যতা জাতিসংঘ সনদ ও সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার মূলে নিহিত রয়েছে। ২০২২ সাল পর্যন্ত সংস্কৃতিগুলোর মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন পুনঃপ্রতিষ্ঠার যে আন্তর্জাতিক দশক পালিত হচ্ছে সহনশীলতা এগিয়ে নেয়া তারও একটা প্রধান উদ্দেশ্য। আর জাতিসংঘ সভ্যতা জোট সংস্কৃতিগুলোর মধ্যে সমঝোতা বৃদ্ধির পথ সুগম করছে।

এই আন্তর্জাতিক সহনশীলতা দিবসে ভয়, ঘৃণা ও চরমপন্থাকে সংলাপ, সমঝোতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার মাধ্যমে মোকাবেলা করার জন্য সকল মানুষ ও সরকারের প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি। আসুন আমরা বিভেদের শক্তির বিরুদ্ধে এগিয়ে যাই এবং আমাদের শরিকানামূলক ভবিষ্যতের জন্য ঐক্যবদ্ধ হই।

সহনশীলতা সংক্রান্ত নীতিমালা ঘোষণা

অনুচ্ছেদ ১ : সহনশীলতার সংজ্ঞা

সকল মানুষের শান্তি এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য সহনশীলতা প্রয়োজন বলে আমাদের সমাজে সহনশীলতা এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে সকল অনুকূল ব্যবস্থা গ্রহণে সংকল্পবদ্ধ হয়েছি এবং সে উদ্দেশ্যে আমরা ঘোষণা করছি যে :

১.১ সহনশীলতা হলো আমাদের বিশ্বের সীমাহীন প্রাচুর্যের প্রতি শ্রদ্ধা, স্বীকৃতি ও তার মূল্যায়ন, মানুষ হিসেবে আমাদের প্রকাশের ধরন ও উপায়। এটা লালিত হয় জ্ঞান, উন্মুক্ত অবস্থা, যোগাযোগ ও বিবেকের স্বাধীনতার মাধ্যমে। সহনশীলতা হলো ভিন্নতার সাদৃশ্য। এটি কেবল একটি নৈতিক কর্তব্য নয়, বরং একটি রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতাও। সহনশীলতা একটি সদগুণ যা শান্তিকে সম্ভব করে, যুদ্ধের সংস্কৃতিতে শান্তির সংস্কৃতি প্রতিস্থাপনে অবদান রাখে।

সহনশীলতা কোনো ছাড়, দাক্ষিণ্য বা আনুকূল্য নয়। সর্বোপরি, সহনশীলতা হলো অন্যের সর্বজনীন মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাকে স্বীকার করা। কোনো অবস্থায়ই এসব মৌলিক মূল্যবোধ লঙ্ঘনকে যুক্তিগ্রাহি করার জন্য এটাকে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যক্তি, গ্রুপ ও রাষ্ট্রকে সহনশীলতা চর্চা করতে হবে।

সহনশীলতা হলো সেই দায়িত্ব যা মানবাধিকার, বহুত্ববাদ, গণতন্ত্র ও আইনের শাসন সমুন্নত রাখে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলগুলোর সমাহারের মাধ্যমে ঘোষিত মানগুলো জোরদার করে।

সহনশীলতা চর্চার অর্থ কারো দৃঢ় বিশ্বাস পরিহার বা দুর্বল করা নয়। এর অর্থ হলো, কেউ তার নিজের দৃঢ় বিশ্বাসে অবিচল থাকার ব্যাপারে স্বাধীন এবং এটা স্বীকার করে যে, অন্যরা তাদের নিজ নিজ বিশ্বাসে অটল থাকতে পারবে। এর অর্থ এই সত্য স্বীকার করে নেয়া যে, চেহারা, পরিস্থিতি, বাচনভঙ্গি, আচরণ ও মূল্যবোধের দিক থেকে মানুষের মধ্যে ভিন্নতা থাকলেও তাদের শান্তিতে ও যেভাবে আছে সেভাবে থাকার অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ২ : রাষ্ট্রীয় পর্যায়

সহনশীলতার জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ন্যায়ানুগ ও নিরপেক্ষ আইন প্রণয়ন, আইনের প্রয়োগ ও বিচারিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। এ জন্য দরকার হলো প্রতিটি ব্যক্তির জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ লভ্য করা। বর্জন হতাশা, বৈরিতা ও গোঁড়ামির সূচনা করতে পারে।

আরো একটি অধিক সহনশীল সমাজ অর্জনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রগুলোকে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কনভেনশনগুলো অনুমোদন এবং সমাজের সকল গ্রুপ ও ব্যক্তির জন্য আচরণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন আইনের খসড়া প্রণয়ন করতে হবে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির জন্য ব্যক্তি, সম্প্রদায় ও দেশগুলোর মানব পরিবারের বহুসংস্কৃতির চরিত্রকে মেনে নেয়া ও শ্রদ্ধা করা অপরিহার্য। সহনশীলতা ছাড়া শান্তি আসতে পারে না এবং শান্তি ছাড়া কোনো উন্নয়ন ও গণতন্ত্র হতে পারে না।

অসহনশীলতা, ভিন্নতাকে প্রত্যাখ্যান করা, ঝুঁকিতে থাকা গ্রুপগুলোর

প্রান্তিকীকরণ এবং সমাজ ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ থেকে তাদের বর্জন এবং তাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও বৈষম্যে রূপ নিতে পারে। বর্ণ ও বর্ণবাদী কুসংস্কার সংক্রান্ত ঘোষণা নিশ্চিত করা হয়েছে যে, সকল ব্যক্তি ও গ্রুপের ভিন্ন থাকার অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৩ : সামাজিক মাত্রা

আধুনিক বিশ্বে আগের চেয়ে সহনশীলতা বেশি অপরিহার্য। এটি সেই যুগ যার বৈশিষ্ট্য হলো দ্রুত বর্ধমান সচলতা, যোগাযোগ, অঙ্গীভূতকরণ ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, জনসংখ্যার ব্যাপকহারে অভিবাসন ও বাস্তুচ্যুতি, নগরায়ন ও পরিবর্তনশীল সামাজিক রীতি। বিশ্বের প্রতিটি অংশ বৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বলে তীব্রতর অসহনশীলতা ও হানাহানি প্রতিটি অঞ্চলের জন্য সম্ভাব্য বিপদ হয়ে উঠছে।

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এবং পরিবার ও সম্প্রদায় পর্যায়ে সহনশীলতা প্রয়োজন। স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে, অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে ঘরে ও কর্মক্ষেত্রে সহনশীলতা এগিয়ে নেয়া এবং খোলামেলা মনোভাব ও সংহতি গড়ে তোলা প্রয়োজন। যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে সহনশীলতার মূল্যবোধ প্রচার এবং অসহনশীল গ্রুপ ও আদর্শ বিস্তারের প্রতি উদাসীনতার বিপদ তুলে ধরে অবাধ, উন্মুক্ত সংলাপ ও আলোচনার পথ সুগম করার ক্ষেত্রে

গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে হবে।

ইউনেস্কোর বর্ণ ও বর্ণগত কুসংস্কার সংক্রান্ত ঘোষণা অনুযায়ী যেখানে প্রয়োজন সেখানেই ব্যক্তি ও গ্রুপের মর্যদা ও অধিকারে সমতা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে যেসব বর্ণ ও জাতিগত গ্রুপ সামাজিক বা অর্থনৈতিক অসুবিধায় পড়ে আছে তাদের, বিশেষ করে গৃহায়ন, কর্মসংস্থান ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বলবৎ আইন ও সামাজিক ব্যবস্থার সুরক্ষা দেয়া, তাদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের অকৃত্রিমতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং বিশেষ করে শিক্ষার মাধ্যমে তাদের সামাজিক ও পেশাগত অগ্রগতি ও অঙ্গীভূতকরণ সহজতর করার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

এই বিশ্ব চ্যালেঞ্জের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাড়ার সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে সমাজ বিজ্ঞানের ভিত্তিতে মূল কারণ ও ফলপ্রসূ পাল্টা ব্যবস্থাগুলো বিশ্লেষণ এবং সদস্য দেশগুলোর নীতি প্রণয়ন ও মান নির্ধারণে সহায়তাদানে গবেষণা ও পরিবীক্ষণসহ যথোপযুক্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালানো ও সংশ্রয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৪ : শিক্ষা

৪.১ অসহনশীলতা রোধে শিক্ষা অত্যন্ত কার্যকর উপায়। প্রথম ধাপে সহনশীলতা শিক্ষা হলো মানুষকে তাদের শরিকানামূলক অধিকার ও স্বাধীনতা শিক্ষা দেয়া, যাতে সেগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়।

৪.২ সহনশীলতার জন্য শিক্ষাকে একটি জরুরি অপরিহার্যতা হিসেবে গণ্য করতে হবে। তাই প্রণালিবদ্ধ ও যৌক্তিক সহনশীলতা শিক্ষা পদ্ধতি এগিয়ে নেয়া প্রয়োজন, যা সহিংসতা ও বর্জনের প্রধান কারণ অসহনশীলতার সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উৎসগুলো দূর করবে। শিক্ষা নীতি ও কর্মসূচিকে ব্যক্তি এবং জাতিগত,

বাকি অংশ পৃষ্ঠা : ৬

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

গ্রামীণ তথ্য সেবা বিষয়ে জাতিসংঘ লাইব্রেরি নেটওয়ার্কের কর্মশালা আয়োজিত

ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

মাননীয় মন্ত্রী ও অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্র এবং গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের যৌথ আয়োজনে 'বাংলাদেশে গ্রামীণ পর্যায়ে তথ্যসেবা : একটি এ টু আই উদ্যোগ' শীর্ষক দিনব্যাপী এক কর্মশালা ২১ ডিসেম্বর পাবলিক লাইব্রেরি কনফারেন্স রুমে আয়োজন করা হয়। জাতীয় গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মো. হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালাটি প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন করেন সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণায়ের মাননীয় মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নিক বেরেসফোর্ড, ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর, ইউএনডিপি এবং ড. রণজিৎ কুমার বিশ্বাস, সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মুস্তাফিজুর রহমান, পরিচালক, এ টু আই প্রকল্প। বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি, এনজিও এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রায় ৪০ জন গ্রন্থাগার এবং তথ্য ও পেশাজীবী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালাটি সঞ্চালন করেন জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবস ২০১৪ পালিত

স্বেচ্ছাসেবী দিবসের র‍্যালি

সমাজসেবায় অবদানের জন্য অভিনেতা দিলারা জামানকে পুরস্কৃত করছেন জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান

বিভিন্ন সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবীরা আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবস উপলক্ষে ৫ ডিসেম্বর ২০১৪ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। একটি নতুন বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে এ দিবসে স্বেচ্ছাসেবীরা তাদের অঙ্গীকার পুর্নব্যক্ত করেন। বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠান ছাড়াও দিবসটি উপলক্ষে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্র, ঢাকাবাসী, হোপ-৮৭ এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল ফেডারেশন অব ইয়ুথ অর্গানাইজেশন যৌথভাবে এক শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকাবাসী সংগঠনের সভাপতি মো. শুকুর সালেক এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান। স্বেচ্ছাসেবীদের বিভিন্ন দুর্যোগকালে ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত এবং সমাজ ও মানবকল্যাণে তারা কীভাবে অবদান রাখতে পারে এ বিষয়গুলো ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার বক্তব্যে তুলে ধরেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ন্যাশনাল ফেডারেশন অব ইয়ুথ অর্গানাইজেশনের সভাপতি দুলাল বিশ্বাস, হোপ-৮৭ বাংলাদেশের শাখা পরিচালক রেজাউল করিম বাবু, বেতার বাংলার সুজা মাহমুদ এবং অভিনয় শিল্পী ও সমাজকর্মী দিলারা জামান। স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বছর ঢাকাবাসী তিন ব্যক্তিকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে তরুণ, সমাজকর্মী, এনজিও কর্মী, সেলিব্রিটি এবং জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে শাহবাগে এক বর্ণিল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা, কবিতা পাঠ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানবাধিকার দিবস পালিত

মানবাধিকারভিত্তিক নীতি প্রণয়ন প্রয়োজন—মানবাধিকার দিবসের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে জাতিসংঘের ভারপ্রাপ্ত আবাসিক সমন্বয়কারী

নীতি গঠনে মানবাধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন জাতিসংঘ বাংলাদেশের আবাসিক সমন্বয়কারী আর্জেন্টিনা মাতাভেল পিসিন। মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্র, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং ইউনাইটেড নেশনস্ ইয়ুথ অ্যান্ড স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন যৌথভাবে ১১ ডিসেম্বর ২০১৪ ইউআইইউ অডিটোরিয়ামে এক সেমিনার, কবিতা আবৃত্তি এবং সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। কবিতা আবৃত্তি করেন দেশের বিশিষ্ট কবি আসাদ চৌধুরী, রুবি রহমান, সিহাব সরকার ও মুহম্মদ সামাদ। কবিগণ তাদের কবিতার মাধ্যমে বৈশ্বিক মানবাধিকারের বিষয়গুলো তুলে ধরেন। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মিস আর্জেন্টিনা জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন চুক্তির কথা তুলে ধরেন। এছাড়াও তিনি আইসিটি এবং সামাজিক মাধ্যমের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে তরুণদের উৎসাহিত করেন। ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. রেজওয়ান খান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন।

বক্তব্য রাখছেন জাতিসংঘের ভারপ্রাপ্ত আবাসিক সমন্বয়কারী মিস আর্জেন্টিনা মাটাভেল পিসিন

কবিতা আবৃত্তি করছেন কবি আসাদ চৌধুরী

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশ করছেন শিল্পীরা

অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

পৃষ্ঠা : ৩-এর পর

সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও ভাষাগত গ্রুপ ও জাতিগুলোর মধ্যে সমঝোতা, সংহতি ও সহনশীলতা বিকাশে অবদান রাখতে হবে।

৪.৩ সহনশীলতা শিক্ষার লক্ষ্য হতে হবে সেসব প্রভাবকে মোকাবেলা করা, যা অন্যের ভয়ভীতি ও বর্জনের সূত্রপাত ঘটায় এবং এই শিক্ষাকে যুবজনের স্বাধীন বিচার ও নৈতিক যৌক্তিকতার সক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে।

৪.৪ আমরা সহনশীলতা, মানবাধিকার ও অহিংসতার জন্য সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা ও শিক্ষা কর্মসূচিতে সহায়তাদান ও তা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করছি। এর অর্থ হলো স্বাধীনতার মূল্য অনুধাবনে সক্ষম, মানব মর্যাদা ও ভিন্নতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সংঘাত রোধ বা অহিংস উপায়ে সংঘাত নিরসনে সক্ষম অন্য সংস্কৃতির প্রতি মুক্তমনা যত্নপরায়ণ ও দায়িত্বশীল নাগরিকদের শিক্ষাদানের লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষাক্রম, পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু ও পাঠ এবং নতুন শিক্ষা প্রযুক্তিসহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগ দেয়া।

অনুচ্ছেদ ৫ : কার্যক্রমের অঙ্গীকার

৫.১ শিক্ষা বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে কর্মসূচি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সহনশীলতা ও অহিংসতা এগিয়ে নেয়ার কাজে আমরা আত্মনিয়োগ করছি। এসব উপায়ের মধ্যে রয়েছে সহনশীলতা ও অহিংসতার জন্য পুরস্কার, চেয়ার, সাংস্কৃতিক আয়োজন, গবেষণা নেটওয়ার্ক ও প্রকাশনা, জনতথ্য প্রচারণা এবং কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা।

অনুচ্ছেদ ৬ : আন্তর্জাতিক সহনশীলতা দিবস

৬.১ সহনশীলতা এগিয়ে নেয়া ও শিক্ষার প্রতি সমর্থনে জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানানো, অসহনশীলতার বিপদের ওপর গুরুত্ব দেয়া এবং নবতর অঙ্গীকার ও কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে আমরা ঐকান্তিকভাবে ১৬ নভেম্বরকে বার্ষিক আন্তর্জাতিক সহনশীলতা দিবস ঘোষণা করছি।

বিশ্ব শৌচাগার দিবস ২০১৪ উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী

বিশ্বে তিনজনের মধ্যে একজন নারী নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশনের সুযোগবঞ্চিত। তাই তাদের যখন মলত্যাগ করতে একটি জায়গার প্রয়োজন, তখন তারা রোগব্যাধি, লজ্জা এবং সম্ভাব্য সহিংসতার সম্মুখীন হয়।

উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা থাকলে ১২৪ কোটির মতো নারী ও মেয়ে অধিকতর স্বাস্থ্য ও বর্ধিত নিরাপত্তা ভোগ করতো। প্রমাণে দেখা গেছে, নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন শৌচাগার মেয়েদের স্কুলে নির্দিষ্ট সময় থাকতে উৎসাহিত করে। খোলা জায়গায় মলত্যাগের অবসান ঘটাতে আমাদের একটা নৈতিক অপরিহার্যতা এবং কেবল স্যানিটেশন সুবিধা না থাকার কারণে নারী ও মেয়েদের হামলা ও ধর্ষণের শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে না থাকা নিশ্চিত করার একটা কর্তব্য রয়েছে। তাই এ বছরের বিশ্ব শৌচাগার দিবসের প্রতিপাদ্যের আলোকপাত হলো *'সমতা, মর্যাদা এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও স্যানিটেশনের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগের' ওপর।*

স্যানিটেশনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটা বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের প্রয়োজন। দেশগুলো যখন ২০১৫-পরবর্তী সময়ের জন্য একটি স্থিতিশীল উন্নয়ন এজেন্ডা তৈরির কাজ করে যাচ্ছে, বিশেষ করে তখন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সবার জন্য স্যানিটেশনের লক্ষ্য পূরণে থাকবে লক্ষ্য-নির্ধারিত নীতি, বর্ধিত অর্থায়ন ও জোরালো রাজনৈতিক সদিচ্ছা সংবলিত ব্যাপক পরিকল্পনা। সপক্ষতা জোরদার ও পরিহার্যতা ভাঙতে হবে। ২০২৫ সালের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধির উন্নয়ন, সামাজিক নিয়মাচারের পরিবর্তন ও প্রকাশ্যে মলত্যাগের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে এগুলো হলো বিশ্ব, জাতীয় ও সম্প্রদায় পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্যানিটেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণে জাতিসংঘের আহ্বানের উদ্দেশ্য। বিশ্ব পয়ঃনিষ্কাশন দিবসে বিশ্বব্যাপী নারী ও মেয়েদের সমতা, মর্যাদা ও নিরাপত্তা বিধানে যেকোনো প্রচেষ্টা গ্রহণেই যেন আমরা কুণ্ঠিত না হই।

স্যানিটেশন সম্পর্কে তথ্য

বিশ্বে আড়াইশ' কোটি লোকের শৌচাগার বা পায়খানাসহ যথোপযুক্ত স্যানিটেশনের সুযোগ নেই। মানব স্বাস্থ্য, মর্যাদা ও নিরাপত্তা, পরিবেশ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর এর পরিণতি নাটকীয়।

এ বছরের বিশ্ব শৌচাগার দিবসের প্রতিপাদ্য হলো 'সমতা, মর্যাদা এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও স্যানিটেশনের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ'-এর উদ্দেশ্য হলো গোপনীয়তা হারানোর কারণে নারী ও মেয়েরা যে যৌন সহিংসতার হুমকি এবং ব্যবহারযোগ্যতায় বিদ্যমান অসমতার সম্মুখীন হয়, তার ওপর আলোকপাত করা। পিছিয়ে পড়া ও প্রবীণজন এবং রজঃস্রাব সম্পর্কিত স্বাস্থ্যবিধি পালনে নারী ও মেয়েদের মতো বিশেষ প্রয়োজন সংবলিত জনগণের জন্য সাধারণভাবে শৌচাগার অপ্রতুল।

'আমরা কালক্ষেপ করতে পারি না' এই ট্যাগ লাইন দিয়ে দিবসটি লক্ষণীয়ভাবে ঝুঁকিতে থাকা বিশেষভাবে নারী ও মেয়েদের খোলা জায়গায় মলত্যাগের অবসান ঘটানোর জন্য কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা এবং জরুরি

প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করার একটি সুযোগ।

স্যানিটেশনের লক্ষ্যটি মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে লক্ষ্যহীন বলে জাতিসংঘ উপমহাসচিব জ্যান ইলিয়াসন এ বছরের গোড়ার দিকে মহাসচিবের পক্ষে স্যানিটেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণে জাতিসংঘের আহ্বানের অংশ হিসেবে খোলা জায়গায় মলত্যাগের বিষয়ে নীরবতা ভঙ্গ ও আলোচনা শুরু করার জন্য একটি প্রচারাভিযান শুরু করেন।

জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো ইতোমধ্যেই যে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে তার ভিত্তিতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২০১৩ সালের জুলাই মাসে ১৯ নভেম্বরকে বিশ্ব শৌচাগার দিবস হিসেবে নির্ধারণ করে 'সবার জন্য স্যানিটেশন' প্রস্তাবটি (এ/রেজ্যু/৬৭/২৯১) গ্রহণ করে। সরকার এবং স্ট্যাকহোল্ডারদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে দিবসটির সমন্বয় করছে ইউএন ওয়াটার।

টেকসই উন্নয়নের জন্য যুব ক্ষমতায়ন : চার দিনব্যাপী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মডেল ইউনাইটেড নেশনস্ সম্মেলন আয়োজিত

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ডেলিগেট ও অতিথিবৃন্দ

চারদিনব্যাপী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় মডেল ইউনাইটেড নেশনস্ (ডানমুন) সম্মেলন ২১ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন অডিটোরিয়ামে উদ্বোধন করা হয়। ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্র, অ্যাকশন এইড এবং ইস্ট এশিয়া স্টাডি সেন্টারের সহযোগিতায় সম্মেলনটির আয়োজন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মডেল ইউনাইটেড নেশনস্ অ্যাসোসিয়েশন (ডুমুনা)। প্রধান অতিথি হিসেবে সম্মেলনটি উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘের ভারপ্রাপ্ত আবাসিক সমন্বয়কারী এবং ইউএনএফপিএ বাংলাদেশস্থ প্রতিনিধি মিস আর্জেন্টিনা মাটাভেল পিসিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ডানমুন মডারেট অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন, চীনা দূতাবাসের সংস্কৃতিবিষয়ক প্রতিনিধি চেন চুয়াং এবং ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান। আরো বক্তব্য রাখেন ডানমুন মহাসচিব এম জে সোহেল এবং ইউনিস্যাব সভাপতি মো. মামুন মিয়া। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জাতিসংঘ অনুবিভাগের পরিচালক ফাইয়াজ মুরশিদ কাজী। ১০টি কমিটির মাধ্যমে সম্মেলনটির কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল টেকসই উন্নয়নের জন্য যুব ক্ষমতায়ন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জাতিসংঘের ভারপ্রাপ্ত আবাসিক সমন্বয়কারী মিস আর্জেন্টিনা মাটাভেল পিসিন

সমাপনী অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রদান করছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালক (ইউএন) জনাব ফাইয়াজ মুরশিদ কাজী, তাঁর পাশে ইউনিকের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : এম. মনিরুজ্জামান, ফোন : ৯১৮ ৩০৮৬, ফ্যাক্স : ৯১৮৩১০৬ ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor: M. Moniruzzaman, Phone: 9183086 Fax: 9183106 e-mail: info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org